কালের কণ্ঠ

তারিখ ..19 JAN 2015...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...2...

যোগ্য শিক্ষার্থী নেই, ইংরেজি বিভাগে অর্ধেক আসন খালি

রফিকুল ইসলাম ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে আসন খালি রয়েছে ৬২টি। কারণ ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থী নেই। ভর্তি পরীক্ষার সময় দেওয়া শর্ত শিথিল করেও তেমন শিক্ষার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে অর্ধেক আসন খালি রেখেই নতুন বছরের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যেই ক্লাস শুরু হবে। ইংরেজি বিভাগে ১২৫টি আসন থাকলেও এবার ভর্তি হয়েছে মাত্র ৬৩ জন।

ভর্তিসংশ্লিষ্টরা মনে করেন, শর্ত জুড়ে দেওয়ার কারণেই এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে; যদিও আগের বছরেও কিছুসংখ্যক আসন খালি ছিল। নতুন নিয়ম আর ঐচ্ছিক ইংরেজির শর্তেই এত আসন খালি থাকছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য পরীক্ষা নেওয়ার আগে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী বেছে নিতে নতুন নিয়ম চালু করে প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষার মাধ্যমে ইংরেজি বিভাগে ভর্তির সুযোগ থাকে। দুটি ইউনিটেই স্বাভাবিক নিয়মে ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষ হয়েছে।

আসন খালি থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'ইংরেজি বিভাগে আসন খালি থাকার বিষয়ে জানি না। খোঁজ নিয়ে দেখছি। কোনো বিভাগের আসন খালি রাখা হবে না। প্রয়োজনে পরের মেধাক্রম থেকে ভর্তি করা হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। কিন্তু দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হওয়া অনেক শিক্ষার্থী বিভাগ পরিবর্তন করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত ভালো বিভাগে ভর্তি হয়। এর ফলে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শর বেশি আসন খালি থাকে। যারা প্রথমবার অপেক্ষাকৃত ভালো বিষয়ে ভর্তি হতে পারে না, তারা দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি নিতে থাকে। প্রথম বর্ষে ভর্তি হলেও তারা ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নেয় না। দ্বিতীয়বার ভালো বিভাগে ভর্তির সুযোগ হলে তারা বিভাগ পরিবর্তন করে। এতে আগের বিভাগের একটি আসন খালি হয়ে যায়। আর দ্বিতীয়বার উত্তীর্ণ হতে না পারলে এক বছর গ্যাপ দিয়ে আগের বিভাগেই ভর্তি হয়। বছর গ্যাপ দিয়ে ভর্তির ক্ষেত্রেও ঝামেলা হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি হতে পারে ১২৫ জন, হয়েছে ৬৩ জন

ভর্তি পরীক্ষায় মাত্র একবার অংশগ্রহণের সুযোগ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নির্দেশিকা থেকে জানা যায়, এ বছর কলা অনুষদের অধীন ইংরেজি বিভাগে ভর্তিতে নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। এ নিয়ম অনুযায়ী কোনো শিক্ষার্থী ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হতে চাইলে প্রশ্নপত্রের পাঁচটি অংশের মধ্যে ঐচ্ছিক ইংরেজিসহ চারটি অংশের উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক। ঐচ্ছিক ইংরেজি অংশে ৩০ নম্বরের মধ্যে ১৫ নম্বর ও প্রতিটি সাধারণ ইংরেজি অংশে ৩০ নম্বরের মধ্যে ২০ নম্বর পাওয়ার শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়।

'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, নির্ধারিত শর্তে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে মাত্র দুজন। ১৭ জন ঐচ্ছিক ইংরেজিতে পাস করে; কিন্তু আবশ্যক ইংরেজিতে ২০ নম্বরের শর্ত পূরণ করতে পারেনি ১৫ জনই। এই ইউনিট থেকে ইংরেজি বিভাগে ১০০ শিক্ষার্থী ভর্তি করার নিয়ম রয়েছে।

ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থী সংকটের সমাধানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ভর্তি কমিটির সভায় শর্ত শিথিলের সিদ্ধান্ত হয়। শিথিল শর্ত অনুযায়ী, ঐচ্ছিক ইংরেজিতে পাস (৮ নম্বর) ও সাধারণ ইংরেজিতে ১৮ নম্বর পেলেই ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে। ওই সভায় নিয়ম বদলে বিভাগ পরিবর্তক 'ঘ' ইউনিট থেকে বাকি আসন পূরণের সিদ্ধান্ত হয়। সাধারণত ওই ইউনিট থেকে ২৫ জনকে ভর্তি করা হত। শিথিল শর্তানুযায়ী 'খ' ইউনিট থেকে ১৭ জন ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হলেও ভর্তি হয় ১১ জন। আর 'ঘ' ইউনিট থেকে ১১৭ জন যোগ্য বিবেচিত হয়; তবে ভর্তি হয় ৫২ জন।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান বলেন, ইংরেজি বিভাগে আসন বাড়ানো হয়েছে। আসলে 'ধারণক্ষমতা' সাপেক্ষে শিক্ষার্থী নেওয়া দরকার। প্রতিটি বিভাগে ৬০-৬৫ জন শিক্ষার্থী থাকাই আইডিয়াল। তবু নির্ধারিত আসন খালি রাখা হবে না। এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাহমিনা আহমেদ বলেন, 'বিভাগে কতজন শিক্ষার্থী থাকবে সেটা আমাদের বিষয় নয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যা বলে, সেটাই বিভাগ করে থাকে। আসন খালি রয়েছে—এ কথা কয়েক দিনের মধ্যে ডিন অফিসকে জানানো হবে।'